রিভার্স সুইং কাহিনী

cwK¯wbt‡`i †fwéevRx

১৯৯২ সাল। বিশ্বকাপ জয়ের পরপরই পাকিস্তান যায় ইংল্যান্ড সফরে। পাকিস্তানি ফার্স্ট বোলিংয়ে নাস্তানুবাদ হয় ইংল্যান্ড। আইসিসির কাছে অভিযোগ তোলে বল টেম্পারিংয়ের। জারি হয় নিষেধাজ্ঞা। সারাবিশ্বে ক্রিকেট আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে রিভার্স সুইং। কিন্তু রিভার্স সুইং-এর শুরু সেই আসরে নয়। তার অনেক আগে থেকেই পাকিস্তানিরা রিভার্স সুইং ব্যবহার করে। টেম্পারিংয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার ফলে কৌশল বদলে ফেলে পাকিস্তানিরা। ফার্স্ট বোলিংয়ের স্বর্গভূমি পাকিস্তানে জন্ম নিতে থাকে একের পর এক ফার্স্ট বোলার। সুইং ও বিশেষত রিভার্স সুইং এ পারদর্শী হয়েই যেন ওরা জন্ম নেয়। উইজডেন এশিয়ার ক্রিকেট ম্যাগাজিন ও ওয়েবসাইট অবলম্বনে রিভার্স সুইংয়ের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, শৈল্পিক দিক ও নান্দনিকতায় ভরা ইতিহাস নিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই প্রতিবেদনটি।

...লিখেছেন **মহিউদ্দিন নিলয়**

ইমরান খান রিয়েল রোল মডেল

শোয়েব আকতার রিভার্স সুইং-এর বর্তমান সম্রাট

ওয়াকার ইউনুস কিং অফ দ্য রিভার্স সুইং

অফ স্ট্যাম্পের বাইরে দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল বলটি। ব্যাট তুলে ছেড়ে দিলেন ব্যাটসম্যান। শেষ মুহূর্তে ভেতরে ঢুকে গেল বলটি। গরুর গাড়ির চাকার মতো গড়িয়ে পড়লো দুটি স্ট্যাম্প। পরিষ্কার বোল্ড। হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ব্যাটসম্যান। ১ উইকেটে ১০২ রানের ভারত ১৯৭ রানে অলআউট!

বিস্ময় ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। মাঠ, গ্যালারি এবং পাক-ভারত শিবিরে। এটা করাচির ঘটনা, মৌসুম ১৯৮২-৮৩। পাকস্থলির সমস্যার কারণে ইমরান ছিলেন দুর্বল। প্রান্ত বদল করে বল করা শুরু করলেন। বাতাসের মধ্যে একের পর এক ঘূর্ণি ছাড়ছিলেন। তার এই বলগুলোই গুঁড়িয়ে দিলো ভারতের ইনিংস। বিশ্ব ক্রিকেটের সেরা ব্যাটসম্যানদের হতবাক দর্শকে পরিণত করে দেয়া এই বলটির নাম 'রিভার্স সুইং'।

এই অস্ট্রেলিয়ানের মতো বহু ব্যাটসম্যান ওয়াসিম আকরামের রিভার্স সুইং-এ বোকা বনে গেছেন

পাকিস্তানের ঘরোয়া ক্রিকেটে জন্ম নিয়ে ঐ পরিমন্ডলেই বেড়ে ওঠে রিভার্স সুইং। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রথম এর সফল প্রয়োগ করেন সরফরাজ নেওয়াজ। অধিকাংশ পাকিস্তানি মনে না রাখলেও এই সুইংয়ের আবিষ্কারক ফারুক আহমেদ খান। তারই নিকটাত্মীয় সরফরাজ একে আন্তর্জাতিক পরিচিতি এনে দেন। তারপরে ইতিহাস। বিশ্ব ক্রিকেটে একের পর এক বিধ্বংসী স্পেল

রিভার্স সুইং : ক্রিকেটের বিজ্ঞান

প্রথম প্রথম একে শিল্প বলা হতো। কিন্তু এটা শুধু শিল্পই নয়, পাশাপাশি একে বলা যায় ক্রিকেটের বিজ্ঞান। কেননা যেকোনো বোলার রিভার্স সুইং করতে পারে না। এটা কোনো সহজ কাজ নয়। একজন বোলারের গবেষণালব্ধ ফল। তাই অনায়াসে এই শিল্পকে ক্রিকেটের বিজ্ঞান বলে দাবি করা যায়। বলের মাঝ বরাবর থাকে সিম। সিমের দু'পাশের একটি অংশের শাইন ঠিক রেখে অন্যপাশকে অপেক্ষাকৃত হালকা করে তোলা হয়। এরপর ডেলিভারি দেয়ার সময় সিমটিকে ১৫ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রেখে বলটি ছুঁড়তে হয়। এতে বলের শাইনিং দিকটিকে রাখতে হয় বাইরের দিকে।

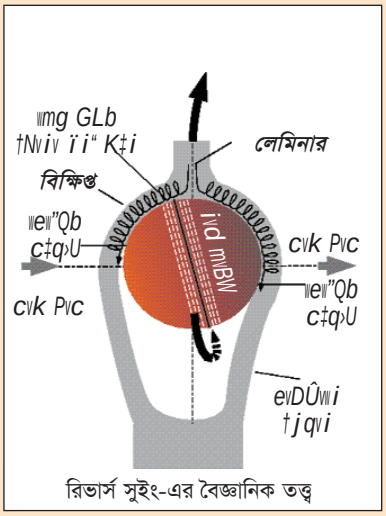

রিভার্স সুইং-এর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব

ফলে আউট সুইংয়ের সময় বলটির ভারী অংশতে বাতাসের ধাক্কা লাগে। হঠাৎ করেই দিক পরিবর্তন করে বলটি ইনসুইং হয়ে যায় এবং গতিবেগ বেড়ে যায়। ব্যাটসম্যানের বুঝে ওঠার সময় থাকে না। বল টেম্পারিং নিষিদ্ধ হবার ফলে প্রযুক্তি কিছুটা বদলে যায়। রুমাল দিয়ে বার বার পরিষ্কার করে একপাশের শাইন ধরে রাখা হয়। শাইনিং দিকের সিমটি ঘামে ভিজে ভারী করা হয় এবং ছোঁড়া হয় একই পদ্ধতিতে।

পরীক্ষায় দেখা যায়, নতুন বলের ক্ষেত্রে সিমের দু'পাশই থাকে মসৃণ। তাই এ ক্ষেত্রে যাদের বলের গতিবেগ ঘন্টায় ৮০-৯০ মাইল তারাই শুধু রিভার্স সুইং করতে পারে। কিন্তু এ রকম গতিবেগ খুব কম ফাস্ট বোলারই অর্জন করতে পারে। তবে ক্ষতিগ্রস্ত বলে যেকোনো মিডিয়াম পেস বোলারও রিভার্স সুইং দিতে সক্ষম।

রিভার্স সুইংয়ের জন্য আদর্শ বল হচ্ছে যে বলের একপাশ ক্ষতিগ্রস্ত এবং অন্যপাশ মসৃণ। এ ধরনের বলকে একজন ফাস্ট বোলার খুব সহজেই রিভার্স সুইংয়ে ব্যবহার করতে পারেন।

* রিভার্স সুইংয়ের কিছু লক্ষণীয় দিক

আর্দ্রতা : এমন কোনো প্রমাণ নেই যে আর্দ্র বাতাস সুইংয়ের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। তবুও ধারণা করা হয় আর্দ্র বাতাসে সুইং কম হয়। কেননা, আর্দ্র ও শুষ্ক বাতাসের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। যদিও এই পার্থক্য খুবই সামান্য। উইন্ড টানেলে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, আর্দ্র এবং শুষ্ক বাতাসে সুইংয়ের তেমন কোনো হেরফের ঘটে না।

লেট সুইং : লেট সুইং নিয়ে রয়েছে হাজারো রকমের ব্যাখ্যা। তবে এর মূল বিষয়টি কাজ করে বলের দিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে। বলটি যখন শূন্যে ছোঁড়া হয় তখন এর দিক পরিবর্তনে দেরি হওয়াটাই মূলত লেট সুইং।

এটা অনেকটা দৃষ্টি বিভ্রম। বলটি ছোঁড়ার পর একটি নির্দিষ্ট পাশ ধরে অধিবৃত্তাকারে যেতে থাকে। এরপর পিচ করার পর বলটি বিপরীত দিকে বাঁক নেয়। বলের অধিবৃত্তাকারের পরিমাণ নির্ভর করে পিচ করার আগের দৈর্ঘ্যের উপর। এই দৈর্ঘ্য যত বড় হবে অধিবৃত্ত ততো ব্যাপক হবে।

বলটি ডেলিভারি দেয়ার পর পিচ করার আগ পর্যন্ত শাইনিং অংশের ওপর বাতাসের চাপ থাকে মাত্রাতিরিক্ত। কিন্তু পিচ করার পর যখন বাউন্স করে তখন বাতাসের চাপ অনেক কমে যায়। এটা লেট সুইংয়ের জন্ম দেয়।

বলের সিমটি অ্যাঙ্গেলে থাকার কারণে পিচ করার আগে বলটি খুব কমই ঘোরে। ফলে বলটি লেট সুইং করে।

উপহার দিতে থাকেন পাকিস্তানি বোলাররা। প্রতিনিয়ত একে অপরকে ছাড়িয়ে যেতে থাকেন। তোলপাড় শুরু হয়ে যায় ক্রিকেট বিশ্বে। তাসের ঘরের মতো গুঁড়িয়ে যেতে থাকে একের পর এক ইনিংস।

রিভার্স সুইং যে শিল্প তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পাশাপাশি এটি একটি বিজ্ঞান। এ সম্পর্কে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কেন এবং কিভাবে? তাহলে নিশ্চিত করে বলা যায়, পাঁচজন পাঁচ রকমের উত্তর দেবে। এটা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লেট সুইং। এ সম্পর্কে সরফরাজ নেওয়াজ বলেন, তিনি জানতেন না কেন, তবে তিনি এটা করতেন। অবশ্য এজন্য অনেক পরিশ্রম করতে হতো পাকিস্তানিদের। বলের একপাশের শাইন ঠিক রেখে অন্যপাশে নখ

চালিয়ে নষ্ট করা হতো। যত দ্রুত এটা সম্ভব হতো ততো দ্রুত ম্যাচে দাপট দেখাতেন তারা। এ জন্য যে অধ্যবসায় আর অনুশীলন চালিয়েছেন তার সাফল্যও পেয়েছেন পাকিস্তানিরা। সিমেন্টের পিচে নিয়মিত অনুশীলন করতেন তারা। স্কুল বালকদের মধ্যে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়লো। স্কুলের মাঠেই শুরু হয়ে গেল রিভার্স সুইংয়ের অনুশীলন। মজার ব্যাপার হলো, মহল্লার রাস্তায় টেপটেনিসের খেলায় এই সুইংয়ের ব্যবহার শুরু হয়ে গেলো। বলের এক পাশের টেপ খুলে ফেলে অন্য পাশকে ভারী করা হতো। এভাবেই তৈরি হতে থাকলো একের পর এক বোলার। সমালোচিত হওয়া শুরু করলো রিভার্স সুইং। বল টেম্পারিংয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলো আইসিসি। কৌশল পরিবর্তন করলেন পাকিস্তানি বোলাররা। এক পাশের সুতা ঘামে ভিজিয়ে অন্য পাশকে হালকা করে তুলতেন তারা। এভাবেই টিকে আছে রিভার্স সুইং।

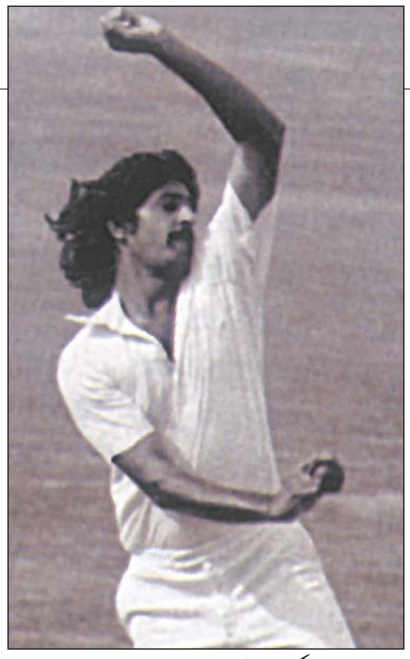

সরফরাজ নেওয়াজ : প্রথম কার্যকরভাবে রিভার্স সুইং করেছেন

কোনো প্রতিকূলতা একে দমাতে পারেনি। দিনে দিনে এর ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়েছে আরো।

সরফরাজের হাত ধরে আসেন ইমরান খান। একের পর এক মাৎ করতে লাগলেন। ১৯৮২ সালের ঘটনা। ভারতের বিরুদ্ধে ৬ ম্যাচের সিরিজে রিভার্স সুইংয়ের একটি নান্দনিক প্রদর্শনী করলেন ইমরান। তুলে নিলেন ৪০ উইকেট। মৌসুমেই তার সংগ্রহ ৭৪। আধুনিক ফাস্ট বোলিংয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুরু হলো। এর পরেই আসেন ওয়াসিম আকরাম এবং ওয়াকার ইউনুস। শুরু হয়ে যায় 'দুই ডব্লিউ' যুগের। তারা ক্লাব ক্রিকেটেই রিভার্স সুইং সম্পর্কে ভালো করে জানতেন। জাতীয় দলে এসে তাই কৌশল শিখে নিরলস অনুশীলন চালিয়েছেন। শুরু হয়ে গেলো ভেলকিবাজি! শারজার ফ্ল্যাট উইকেট থেকে দু'দুটি হ্যাটট্রিক তুলে নিলেন আকরাম। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে

বিধ্বংসী ১০ স্পেল

শোয়েব আলভি। পাকিস্তানের বিখ্যাত ক্রীড়া সাংবাদিক। টেস্ট ইতিহাসের পাতা থেকে বেছে নিয়েছেন ফাস্ট বোলিংয়ের সেরা ১০টি স্পেল। পাকিস্তানের শুরু থেকে বর্তমান, রিভার্স সুইংয়ের গুরু সরফরাজ থেকে শোয়েব আকতার সবাই আছেন সেরা দশে। একটি মাত্র স্পেল পরিণত হয়েছে সর্বনাশা স্পেলে, প্রতিপক্ষের স্বপ্ন চুরমার হয়েছে, হাসি ফুটিয়েছে পাকিস্তানিদের মুখে। পুরনো বলে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে পাকিস্তানি ফাস্ট বোলাররা...

১. ইমরান খান :

৮/৬০ (১১/৭৯) প্রতিপক্ষ ভারত, করাচি, ১৯৮২-৮৩

এটা শুরুর দিকের কথা। বিশ্ব প্রথমবারের মতো রিভার্স সুইংয়ের ধ্বংসাত্মক এক প্রদর্শনী দেখলো। ১ উইকেটে ১০২ রানের ভারত মুহূর্তেই ৭ উইকেটে ১১৪ রানে পরিণত হলো। সুনীল গাভাস্কারকে ইয়োর্কার দিয়ে শুরু, এরপর বোল্ড হয়ে ফিরলেন সন্দীপ পাতিল এবং কপিল দেব। ২৫ বলে মাত্র ৩ রান দিয়ে তুলে নিলেন ৫ উইকেট। পরের দিন ৩ উইকেটের জন্য ইমরান খরচ করলেন ৫টি বল, এজন্য তাকে কোনো রান দিতে হয়নি। ইংনিস ব্যবধানে হেরে গেল ভারত।

২. সরফরাজ নেওয়াজ :

৯/৮৬ (১১/১২৫) প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া, মেলবোর্ন, ১৯৭৮-৭৯

৩৮৩ লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলছে অস্ট্রেলিয়া। ৩ উইকেটে ৩০৫। এলান বোর্ডার ১০৫ এবং কিম হগ ৮২ নিয়ে খেলছেন। বোলিংয়ে এলেন সরফরাজ। বোল্ড হলেন বোর্ডার। শুরু হয়ে গেল তান্ডব। ৩৩ বলে ১ রান দিয়ে ৭ উইকেট নিয়ে ৪২ মিনিটের তান্ডবলীলা শেষ করলেন। শেষ পাঁচজন ফিরে গেলেন ০ রানে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন কিম হগ। পাকিস্তানের পক্ষে যা ইনিংসে সর্বোচ্চ উইকেটের রেকর্ড হয়ে আছে।

৩. সিকান্দার বখত্ :

৮/৬৯ (১১/১৯০) প্রতিপক্ষ ভারত, দিল্লি ১৯৭৯-৮০

প্রথমবারের মতো ভারতের বিরুদ্ধে টেস্টে ভয়ঙ্কর মূর্তিমান হয়ে দেখা দিলেন সিকান্দার। ৭.৩ ওভার বল করে ইনজুরিতে আক্রান্ত হলেন ইমরান, বোলিংয়ে এলেন সিকান্দার। টানা ২১ ওভার বল করলেন এক প্রান্ত থেকে। অন্য প্রান্তে বল করলেন পাঁচজন। ১২৬ রানে অধিনায়ক আসিফ ইকবাল যখন শেষ উইকেটের পতন ঘটালেন, তার আগে ৯৪ রানেই ৯ উইকেট চলে যায় ভারতের। গাভাস্কার, বিশ্বনাথদের চমকে দিয়ে ৬৯ রানে ৮ উইকেট নিয়ে নেন সিকান্দার। নিয়ন্ত্রিত এবং অপ্রতিরোধ্য বল করেছেন একনাগাড়ে।

৪. শোয়েব আকতার :

৫/২১ (৮/৮২) প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া, কলম্বো ২০০২-০৩

বিশ্বের সেরা ব্যাটিং লাইনআপের বিরুদ্ধেও পুরনো বলে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন শোয়েব। বিস্ময়কর গতি এবং নির্ভুলতা ঘায়েল করে দেয় একের পর এক ব্যাটসম্যানকে। ৩ ওভারের এক টর্নেডো বইয়ে দিলেন অস্ট্রেলিয়ার ওপর। ১ ওভারে ফিরিয়ে দিলেন রিকি পন্টিং, মার্ক ওয়াহ্ এবং স্টিভ ওয়াহ্কে। এরপর গিলক্রিস্ট এবং শেন ওয়ার্ন। ১/৭৪ রানের অস্ট্রেলিয়া ১২৭ রানে অলআউট।

এক টেস্টে ৫ বলে ৪ উইকেট! আকরাম-ওয়াকার মিলে নতুন বলে রিভার্স সুইং দেয়া শুরু করলেন। এতদিন ৪০ ওভার শেষে মুখ থুবড়ে পড়তো ইনিংস আর এবার প্রথম থেকেই শুরু হলো। মোট উইকেটের ৫৭% বোল্ড বা এলবিডব্লিউ করেছেন ওয়াকার আর আকরাম করেছেন ৫৩%। এরপর পাকিস্তান দলে যোগ হয়েছেন মোহাম্মদ জাহিদ, মোহাম্মদ আকরাম, মোহাম্মদ সামী। গতির রাজ্যে পাকিস্তানিদের সর্বশেষ আকর্ষণ শোয়েব আকতার। ঘন্টায় ১০০ মাইল বেগে বল ছোঁড়ার রেকর্ড রয়েছে তার।

রিভার্স সুইং নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে অনেক। কিন্তু এখন এর ব্যবহার শুধু পাকিস্তানিরাই করছেন না, অন্য দেশের ক্রিকেটাররাও করছেন। ভারতের জহির খান, অস্ট্রেলিয়ার ব্রেট লি, ইংল্যান্ডের জেমস অ্যান্ডারসন- এঁরা সবাই পুরনো বলে রিভার্স সুইং করেন। বাংলাদেশের 'নড়াইল এক্সপ্রেস' নামে খ্যাত মাশরাফি বিন মূর্তাজাও ম্যাচে রিভার্স সুইংয়ের ব্যবহার করেন।

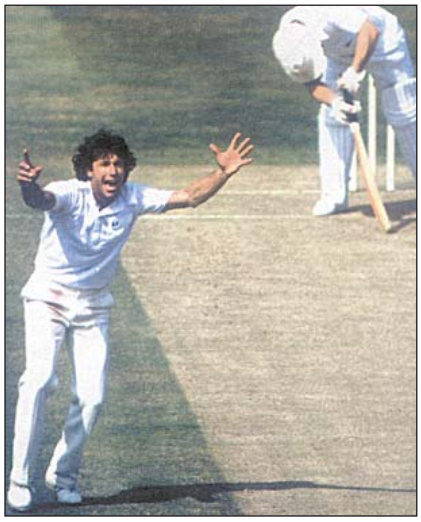

সিকান্দার বখত্ :
ভয়ঙ্কর রিভার্স সুইং বোলার

রিভার্স সুইং নিয়ে এক সময় চরম ভেটো দিয়েছিলো ইংল্যান্ড। এরপর অস্ট্রেলিয়া। যার কারণে টেম্পারিং নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু থেমে থাকেনি রিভার্স সুইং। দিনে দিনে পাকিস্তানের গন্ডী পেরিয়ে রিভার্স সুইং এখন গোটা ক্রিকেট বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। খোদ ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ান ফার্স্ট বোলাররা ম্যাচে রিভার্স সুইং করছে। দিন যত সামনের দিকে এগুচ্ছে ফার্স্ট বোলিংয়ের ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়ছে। বাড়ছে বলের গড় গতি। বাড়ছে নান্দনিক রিভার্স সুইং-এর সম্ভাবনা। তাই বলা যায় দিন যত যাবে রিভার্স সুইং আরো সমৃদ্ধশালী হবে। আরো বেশি বিজ্ঞানসম্মত এবং বেশি বেশি শৈল্পিক হয়ে দেখা দেবে।

৫. ইমরান খান :

৬/১০২ (১২/১৬৫) প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া, সিডনি ১৯৭৬-৭৭

ইমরান খান ঝড়ের গতিতে বল করেন। গতিতে ছাড়িয়ে গেছেন ডেনিস লিলিকে। চমৎকার নিয়ন্ত্রণ এবং পরিকল্পিত বোলিং করে দু'ইনিংসেই নিলেন ৬ উইকেট করে। এনে দিলেন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট জয়ের আনন্দ। এতে ১ম ইনিংসের স্পেলটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শক্ত অবস্থানের অস্ট্রেলিয়াকে দুর্বল করে দিয়েছেন। ডগ ওয়াল্টার, রড মার্শ এবং গ্রেগ চ্যাপেলসহ মিডল অর্ডারের তিন থেকে সাত-এর পাঁচজন ব্যাটসম্যানকে ফিরিয়ে দিয়েছেন ০ রানে।

৬. আজিম হাফিজ :

৬/৪৬ (৭/১৬০) প্রতিপক্ষ ভারত, লাহোর ১৯৮৪-৮৫

পাকিস্তানের সেরা দুই বোলার ইমরান-সরফরাজ অনুপস্থিত। নিজের শহরে প্রথম টেস্ট খেলতে নামলেন আজিম হাফিজ। বাঁ-হাতি এই বোলার জাদুকরী সব সুইং দেখালেন। গাভাস্কার, পাতিল, রবি শাস্ত্রী, কপিল দেবদের প্যাভিলিয়নে পাঠিয়ে দিলেন। ১/৯৪ রানের ভারত যখন বড় ইনিংসের স্বপ্ন দেখছিল, তখন ১৫৬ রানে অলআউট হয়ে ফলোঅনে বাধ্য হলো। দুমড়ে-মুচড়ে গেলো ভারতের শক্ত ব্যাটিং লাইন আপ।

৭. ওয়াসিম আকরাম :

৬/৬২ (১১/১৬০), প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া, মেলবোর্ন ১৯৮৯-৯০

অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম টেস্টের প্রথম দিনেই সম্মোহনী স্পেল উপহার দিলেন আকরাম। বাতাসে বলের খেলা দেখালেন। সুইং সুলতান নামে পরিচিত আকরাম 'আউট সুইং' দিয়ে বোল্ড করলেন জিওফ মার্শকে। পরের বলেই 'ইনকাটার' দিয়ে ফেরালেন ডেভিড বুনকে। এলান বোর্ডারসহ বাকিদেরও ফেরত পাঠালেন। নানা রকম ডেলিভারিতে ভরপুর তার ওভারগুলো ছিল ফার্স্ট বোলিংয়ের প্রদর্শনী।

৮. ওয়াকার ইউনুস :

৭/৭৬ (১২/১৩০) প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড, ফয়সালাবাদ ১৯৯০-৯১

ওয়াকার তখন দুর্দান্ত ফর্মে। গতির রাজ্যে আলোড়ন তুলেছেন। ব্যাটসম্যানদের প্যাড বরাবর একের পর এক ডেলিভারি দিতে লাগলেন। সফল হলেন তিনি। ঠিক আগের ম্যাচেই হ্যাটট্রিকসহ ৭ উইকেট নিয়েছেন। এ ম্যাচে করেছেন দৃষ্টিনন্দন ফাস্ট বোলিং। ৭৬ রানে নিয়েছেন ৭ উইকেট। নিউজিল্যান্ডের এ যাবৎকালের সেরা ব্যাটসম্যান মার্টিন ক্রো বললেন, তার কেরিয়ারে এতো উঁচুমানের বল তিনি খেলেননি।

৯. মোহাম্মদ জাহিদ :

৭/৬৬ (১১/১৩০) প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড, রাওয়ালপিন্ডি ১৯৯৬-৯৭

পাকিস্তানের ফাস্ট বোলিং মানেই গতিতে এগিয়ে যাওয়া। সর্বোচ্চ গতি নিয়ে এলেন মোহাম্মদ জাহিদ। অভিষেক টেস্ট দেশের মাটিতে। অভিষেকে কোনো পাকিস্তানির এটাই সেরা বোলিং। মাৎ করে দিলেন একাই। ৬৬ রানে নিলেন ৭ উইকেট। অভিষেক ম্যাচে ১১টি উইকেট নিয়ে রেকর্ড করলেন। অভিষেকে ১০ উইকেটের রেকর্ড এই একজন পাকিস্তানিরই আছে।

১০. শোয়েব আকতার :

৬/৩০ (১১/৭৮) প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড, ওয়েলিংটন ২০০৩-০৪

পেস এবং সুইংয়ের এক অপরূপ সমন্বয় দেখালেন শোয়েব। জয়ের স্বপ্ন দেখছিল নিউজিল্যান্ড। ১ম ইনিংসে ১৭০ রান এগিয়ে। ২য় ইনিংসে ৩/৯৪। ধস নামালেন শোয়েব। ওই দিনের খেলায় শেষের দিকে নিলেন ২টি উইকেট আর পরদিন নিলেন ৪টি। যার ৩টি বোল্ড। নিউজিল্যান্ড শেষ ৭ উইকেট হারালো মাত্র ৮ রানে। ২৭৪ রানের টার্গেটে জিতে গেল পাকিস্তান।